সত্যমেব জয়তে

স্বর

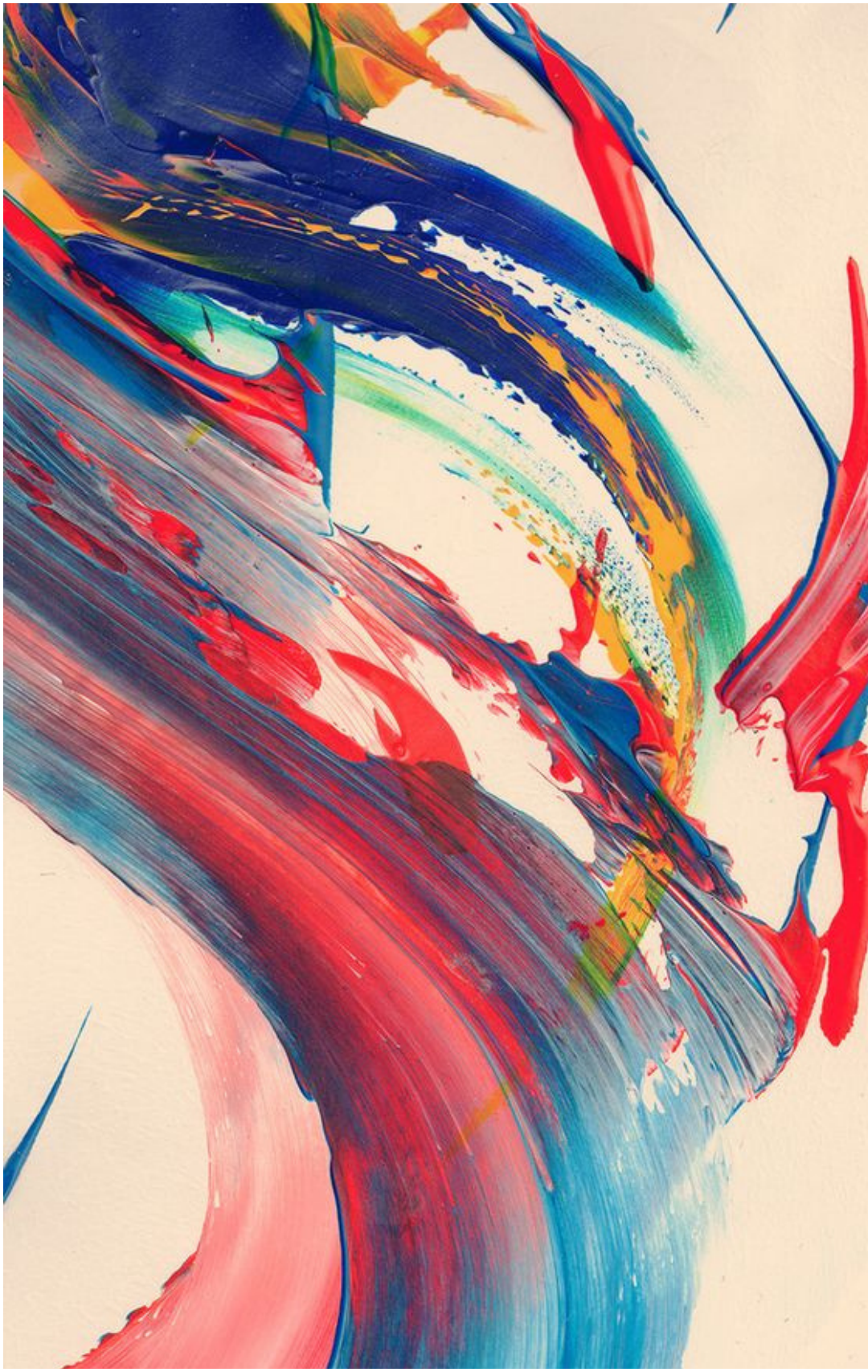

THE VOICE

A bilingual e- magazine

SEPTEMBER 2023
ISSUE NO. 1

AN INITIATIVE BY

ICC & GENDER SENSITIZATION COMMITTEE

BARASAT GOVERNMENT COLLEGE

সূচি

PAGE 3

স্বর

PAGE 4

উন্মোচন

সমর চট্টোপাধ্যায়

PAGE 5

অপয়া

সুরভী ঘোষ

PAGE 6

নো রিজার্ভেশন

রিয়াঙ্কা পাল

PAGE 7-8

সুচেতনা

নূরনেহার বেগম

PAGE 9-10

নারী কি সত্যিই অর্ধেক আকাশ?

লেখায় প্রেরণা চৌধুরী

রেখায় শ্রেয়া রায়

PAGE 11-13

বাস্তবতা

সুরভী ঘোষ

PAGE 14-15

Equal Voices

ANKIT MITRA & RHISHIKA GHOSH

PAGE 15-16

লিঙ্গ বৈষম্য

সাফিনা আলম

PAGE 17-19

নারী বৈষম্য

সেখ সুরাজ হোসেন

PAGE 20-26

গাহি সাম্যের গান : গাইছি বটে, তবে বেসুরো নয় তো ?

মহঃ জাহিদ আলি

PAGE 27-32

লিঙ্গ সংবেদনশীল ভাবনা রেখায় ছবিতে

সোমা চৌধুরি

পল্লবিতা ঘোষ

প্রিয়ান্তি গায়েন

চৈতালি দত্ত

PAGE 33-34

সৃজন সঙ্গীদের পরিচিতি

PAGE 35-38

ABOUT ICC & GENDER SENSITIZATION COMMITTEE

স্বর

কারো একার **স্বর** নয়; বহুর **স্বর**।
আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য নারী-পুরুষের মিলিত সাম্যে রচিত মানবমুক্তি। আমাদের দেখার দৃষ্টির বদল এনে নিরুচ্চারকে সোচ্চার, দুর্বলকে সবল করার প্রয়াস।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উপর সংঘটিত যৌন নিগ্রহ প্রতিরোধ, নিষেধ ও নিষ্পত্তি আইন ২০১৩ সাল থেকে কার্যকর হয়ে আসছে। এই আইন অনুসারে কর্মস্থলে দশ বা তার বেশি মহিলা কর্মরত থাকলে আভ্যন্তরীণ অভিযোগ নিষ্পত্তি সংসদ (ICC) গঠনের মাধ্যমে নারীদের প্রতি যৌনলাঞ্ছনা বা বৈষম্য দূরীভূত করে নিরাপদ, বৈষম্যহীন ও অনুকূল কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন ।
কলেজপ্রাঙ্গণে সমবেত সকল নারীর স্বাধীন বিচরণের সুষ্ঠু পরিবেশ সুনিশ্চিত করা সংসদের প্রাথমিক লক্ষ্য। যদি কোনো ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী,শিক্ষক সংসদের কাছে কোনো অনভিপ্রেত ঘটনার বিষয়ে অভিযোগজ্ঞাপন করেন, তবে সেই অভিযোগের যথার্থতা বিচার করে প্রতিকার সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা সংসদের অবশ্যকর্তব্য।
ঘটনা সংঘটনের তিন সপ্তাহের মধ্যে সংসদকে অবহিত করতে হবে। কলেজের মূলভবনে আভ্যন্তরীণ অভিযোগ নিষ্পত্তি সংসদের নামাঙ্কিত বাক্সে অভিযোগপত্র জমা দিতে হবে। অভিযোগকারীর পরিচয় কঠোর গোপনীয়তার সঙ্গে রক্ষা করা হবে।
ই-মেলের মাধ্যমেও অভিযোগ গ্রহণ করা হবে।
ই-মেল পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়- internalcomplaints@bgc.ac.in
যেকোনো প্রয়োজনে সংসদের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। সদস্যদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে কলেজের ওয়েবসাইটে-www.bgc.ac.in
লিঙ্গ সংবেদনশীল সংসদও এই কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে যেকোনো লিঙ্গের মানুষের অধিকার সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। নারী পুরুষের সমতাবিধান ও অধিকার রক্ষার এই যৌথপ্রয়াসে সকলের সহযোগিতা প্রার্থিত।

শুধু সমস্যা নিয়ে, অভিযোগ নিয়ে কাজ করলে হবে না; সচেতনতা, না-বলতে পারা ঘটনা নিয়ে আলোচনার পরিসর তৈরি করতে পারলেই আমরা মুক্ত চিন্তার পথে এগোতে পারবো। লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা নিয়ে আমরা অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। সেই সব মুহূর্ত আমাদের অনেক ভাবনার জন্ম দেয়। অনেক প্রশ্ন, অনেক খারাপ লাগা বোধ ঘিরে আসে, আবার অনেক মোকাবিলার গল্পও তৈরি হয়। সেই সব টুকরো টুকরো ছবি আমাদের ছাত্রদের মনে যেভাবে ধরা দিয়েছে- কবিতা, গল্প, কথা, ছবি, পোস্টার ইত্যাদি সৃজনের মধ্যে দিয়ে সেসব ভাবনারা ডানা মেলেছে। ছাত্রদের ভাবনা নিয়ে, সৃজন দিয়ে নির্মিত হয়েছে **স্বর**।
বারাসাত সরকারী মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষের মিলিত প্রয়াসে **স্বর**-এর আত্মপ্রকাশ।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

অধ্যক্ষের শুভেচ্ছাবার্তা

উন্মোচন

সমর চট্টোপাধ্যায়

আমি সবই জানি - ইতিহাস, দর্শন, পার্বণ, মেরু রান্না
আমার সব স্বাদে মেহগনি রঙ অন্তর্লীন জেগে থাকে
জিহ্বার স্মৃতিভ্রম, খেলা, রসনা, বেহাগ জাহ্নবী ঘেন্না
তুমি থাকো কোথায়! খোলাপোতা, নৈহাটি, দেওঘর
সব স্থানেই বাঁধা আছে আমার পরিব্রাজকের ঘর
তোমার সব দান সব দিন দীনতা, চলা পথে মনুমেন্ট
নজরে রেখেছি ভালোবাসা, তোমার ম্যানেজমেন্ট
তোমার আম্বেদকর, সাম্যবাদ, ধর্ম বর্মের পরিত্যাগ
ভিতরে আসলে কিসের ভিত, জানি শুধু একা আমি
জাগিয়ে রাখো শুধু না বলতে চাওয়া কোন অনুবাদ
তোমার গবেষণা, প্রত্যয়িত শংসাপত্র, খোলাবাজার
সম গৌরব নেই জানি, অথচ হাজার, জ্বল জ্বল হীরা
আমিই উপাসক জানি কি আছে যেথায় জানবাজার
তোমারো সব লেখা হবে উল্টিও ভোরের আনন্দবাজার
বিভাগ যতই খোলো বহুনামে চমকিত বিশ্ব-বিদ্যালয়
আমিই রতন, পোষ্টমাষ্টারকে নিয়ে চলে আমার আলয়।

অপয়া

সুরভী ঘোষ

আমি পলাশপুরের চানু মুন্ডার বিটি শাপলা
গাঁয়ের সব লুক
অপয়া কইতো মুরে
তারা বলথক, হ রে শাপলা
বাপ মা টাকেন তো খাইনছিস্
তাও কি তোর সাধ মিটে লাই?
মুর মুখ দিখলে নাকি
ওগো দিন খারাপ যায়
শেষে একদিন ও গাঁ থিক্যা
তাড়াইন দিল মুরে
অনেক অনুরোধ করলাম ওগো কাছে
কিন্তু কেউ শুনলক লাই।
শহরে আইস্যা এক বাবুজীর ঘরে কাম লইলাম
উগো কোনো বেডাবেডি ছিলক লাই
নিজের মাইয়্যার মতো
উরা মুরে মানুষ করল
উর আজ যখন আমি লিখাপড়া শিইখ্যা
বড়ো অফিসার হইনছি, তখন সব আইস্যা মুরে
মিডাম ডাকে, কয় BDO মিডাম
মুর ওই গাঁয়ের লোকরা আসিয়াও কয় মিডাম
কেউ কেউ বুলে হাঁ রে শাপলা
আমাগো চিনতে পারছস?
মনে আছে আমাগো কথা
আমি ওগো শুধাইনলাম
হ, রে তুরা মুরে মিডাম কইনছিস ক্যান?
তুরা তো মুরে অপয়া কইনতিস
তখন উরা বললেক
ওডা আমাগো ভুল ছিল রে
আমরা পথমে তুরে চিনতে পারিক লাই।
উগো কথা শুনে
মুর বহুত হাসি লাগলক্।
মনে মনে ভাবলুম
ইর লিগ্যা মা বলতক
"শাপলা রে, আর কিছু না পারিস
ভালো কইরা লিখাপড়া টুকুন শিখিস"।
আজ বুঝছি
মুর মতো সব শাপলার
লিখাপড়া শিখতে লাগবক্।
তবে আর কেউ আমাগো
অপয়া লাই বলবেক
অপয়া লাই বলবেক।।

নো রিজার্ভেশন

রিয়াঙ্কা পাল

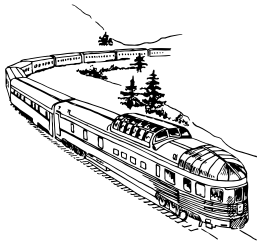

ট্রেনে আমার যাওয়া আসা সেই ছোট্ট বেলা থেকেই কমবেশি ছিল। মামারবাড়ি মায়ের সঙ্গে যেতে গেলে মা বলতো লেডিস কামরাতে ওঠার কথা; আর যখন সঙ্গে বাবা থাকতো আমরা জেনারেল কামরাতেই উঠতাম। এই গত বছর থেকেই শুরু হলো আমার কলেজে যাওয়া আর পাঁচটা মেয়ের মতো আমিও ট্রেনের লেডিস কামরাতে উঠেই কলেজে যাওয়া আসা করি। তবে একদিন ঘটনাটা ঘটলো একটু অন্যরকম বাড়ির থেকে বেরোতে দেরি হওয়ায় ট্রেনের পিছনে কিছুটা দৌড়েই ট্রেনের একেবারের শেষ জেনারেল কামরাতে উঠলাম। ট্রেনে ওঠার পর একটু দাঁড়িয়ে শান্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি আমার দিকে কামরার লোকগুলো কেমন অবাক দৃষ্টিতে একভাবে তাকিয়ে আছে। আমি লেডিস হয়েও জেনারেল কামরাতে কেন উঠলাম তাই নিয়েই তাদের বিরক্তি। কিছু লোক তো ফিসফিস করে বলছিলো " আজ মনে হয় লেডিস কামরার দরজা বন্ধ" কেউ বলে উঠলো "ধুর বাবা! লেডিসদের জন্য রিজার্ভেশন থাকা সত্ত্বেও এরা আবার এখানে কেন?" মনে হচ্ছিল ওদের মুখের ওপরই বলে দেই জেনারেল কামর কি শুধু আপনাদের দের জন্যই নাকি? তবে আমার আর কিছু বলা হলো না ট্রেন থেকে নেমেও আমার মাথায় এই এক কথায় ঘোরাফেরা করছিল ওই 'রিজার্ভেশন'এর কথা। মনে হলো ট্রেনে মহিলা কামরা রিজার্ভেশন থাকার জন্যই ওই ট্রেনের জেনারেল কামরার পুরুষদের আজ এত রাগ এত বিদ্বেষ। সত্যি তো কেনই বা মেয়েদের জন্য আলাদা ট্রেনের বগি হবে? কই আজ ছেলেদের জন্য কোনো ট্রেনের কামরা নেই? সমাজের কিছু বিকৃতি মানসিকতা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের জন্য মেয়েরা কেন রিজার্ভেশনে যাবে। কই আজ যে সকল মানুষদের জন্য মেয়েদের রিজার্ভেশনে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাদের তো ট্রেনে ওঠা থেকে বিরত রাখা যাচ্ছে না বা তাদের নিম্ন স্বভাব পরিবর্তন করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। হয়ে আসছে সবসময় উল্টোটা, বাঘ হিংস্র হলে বাঘকে খাঁচায়, রাখার প্রয়োজন হয়; এইক্ষেত্রেও তাই প্রকৃত রিজার্ভেশন প্রয়োজন ওই বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন খারাপ লোকেদের। আসলে এখনও পর্যন্ত আমরা কেবল মুখে বলি জেন্ডার ইকুয়ালিটির কথা, বাস্তবে আমরা এর একশতাংশ বিশ্বাস করিনা । নয়তো আজ আমরা মেয়েরা ট্রেনে লেডিস কামরা বাড়ানোর জন্য চেঁচামেচি না করে লেডিস কামরা আলাদা করার বিরোধিতা করতাম। প্রকৃতপক্ষে জেন্ডার ইকুয়ালিটি সম্পর্কে আমাদের মেয়েদেরই অনেকের ধারণা পরিস্কার না কেউ কেউ মনে করে জেন্ডার ইকুয়ালিটি আসলে মেয়েদের বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া।তাই যত দিননা এই জেন্ডার ইকুয়ালিটি সম্পর্কে সবার ঠিক ধারণা গঠন না হবে, ততদিন পর্যন্ত মেয়েরা সমাজে ট্রেনের রিজার্ভেশন কামরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে যাবে।

সুচেতনা

নূরনেহার বেগম

শ্রাবণ মাস। বৃষ্টি মাঝে মধ্যেই ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে গোটা শহরকে। এখন বৃষ্টি নেই।কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে একদল কাকভেজা মানুষ। রাস্তার একপাশ থেকে ইলেকট্রিক তারগুলো পোস্টার থেকে পোস্টারে মানুষের শিরা-উপশিরার মতো এগিয়ে গেছে।বহুদূরে ।এক শহর থেকে আর এক শহরে,এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে । সেই ইলেকট্রিক তারে একটি মরা কাক পা আটকে ঝুলে আছে । কেউ তাকে দেখছে না, শুধু দেখছে একটি বছর পঁচিশের মেয়ে। সুচেতনা। আর তাকে দেখছে ওইসব মানুষ। কিন্তু কেন? সে কথায় এখন ভাবছে । তবে তার থেকেও গভীরে তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছে কাকটা কি তার পরিচিত?

একটার পর একটা প্রশ্ন ,ভাবনা সব জট পাকিয়ে উঠছে তার মনে । মাথাটাও ভার হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারে। কিন্তু তবুও বুঝতে পারে না সে কী ভাবতে চায় আর কী বলতে ! কত কথা মনে পড়ছে তার,কত ব্যথা। রোজই মনে পড়ে।

বছর পাঁচেক আগে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছিল সুচেতনা। ছোট থেকে শুনে এসেছে যে ‘মেয়েদের সবকিছু মেনে আর মানিয়ে নিতে হয়। ‘কিন্তু সে বারবার স্বপ্ন দেখছে ঐ নিয়ম ভাঙার। ‘শুধু মেয়ে কেন? যদি বলতো সকলকে মানিয়ে চলতে হবে, তবে কী ক্ষতি হতো?’ তবু শ্বশুরবাড়িতে আসার পূর্বমুহূর্ত থেকেই সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে তার। সেই থেকে এই রোজকার শোনা কথাটি কিছু আগে অবধিও বেদবাক্যের মতো জীবনের সাথে জড়িয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এখন? এই মুহূর্ত থেকে সে কী আর মানবে না সেইসব ?

এখন সকলে তার দিকে তাকিয়ে। গুনগুন করে কত কথা ভেসে যাচ্ছে তার কানের পাশ থেকে। কিন্তু কিছুই শুনতে পারছে না সে যেন। তাই আগ্রহ ভরে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে তাদের চোখের ভাষা।

এসবের মধ্যে মনে পড়ে যাচ্ছে তার,বছর কুঁড়ির সেই সুচেতনার ভাঙা ভাঙা বাক্য – “কেন বাবা ? আমি কি ...আমি কি তবে তোমাদের বোঝা হয়ে উঠলাম। আর কয়েকটা বছর, মাত্র কয়েকটা বছর ...বাবা, তোমার মেয়ে তোমাদের পাশে দাঁড়াতে চায়। তোমাদের সাথে থাকতে চায়। এখন তো সব মেয়ে চাকরি করে।আমিও একটা ভালো চাকরি করবো, তুমি দেখো বাবা !” তারপর সে যে উত্তরের অপেক্ষায় ছিল তা যেন এখনো শেষ হয়নি।

কিন্তু সেদিনের সেই ঝাপসা চোখদুটোর অপেক্ষার অবসান মুহূর্তের মধ্যেই হয়েছিল। উত্তর এসেছিল। সে উত্তরও মনে আছে সুচেতনার। সেকথাও মনে পড়ে গেল এবার – “তোকে দেখতে হবে না, তোর বাবা এখনো সংসার চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে; আমাদের কর্তব্য আছে একটা। তুই আমাদের চিন্তা থেকে মুক্তি দে , সমাজে এবার মুখ দেখানোই দায় হবে দেখছি!”

সেসব কথার পর অনেক বছর কেটে গেছে। বহু কথা আবার জমা হয়েছে কিন্তু কেউ আর কথা বলতে পারেনা এখন । শুধুই রাত গভীর হয়, গভীর থেকে আরও গভীর। সেদিনের সানাইয়ের সুর কানের পর্দা ছিদ্র করে ঢুকে যায় রোজই। সঙ্গে সঙ্গে সুচেতনার কানে গুনগুন করে বাজতে থাকে তার মায়ের বলা কথার প্রতিধ্বনিও “মেয়ে হয়ে জন্মালে পরের ঘরে যেতে হয় মা! সে আজ হোক বা কাল, এটাই সমাজের নিয়ম।“
নিয়ম! নিয়ম! নিয়ম! কোনটা সমাজের নিয়ম? মেয়ে মানে বিয়ে? মানিয়ে নেওয়া, মেনে নেওয়া ? ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও চাকরি করতে না পারা ?

কোথায় তোমাদের বইয়ের তত্ত্ব, নারী-পুরুষ সমান! তাদের অধিকার সমান। কোথায়? আমাকে তোমরা কেউ বলে দাও কোথায় সেই আন্দোলন হচ্ছে, সেসব কোথায় মেনে চলা হচ্ছে ? কোথায়...?

ঘুম ভেঙে যায় সুচেতনার।জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো পৃথিবীর গা থেকে এখনো অন্ধকার মুছে যায়নি পুরোপুরি।‘সব স্বপ্ন যদি সত্যি হতো!’বলেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায় সুচেতনা।

নারী কি সত্যিই অর্ধেক আকাশ?

লেখায় প্রেরণা চৌধুরী রেখায় শ্রেয়া রায়

“কোনকালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি, প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী "

বাঙালি চিরকালই সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে। ২১ বছরের কিশোর চেয়েছিলেন পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে তুলতে। বিদ্রোহী কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করে ছিনিয়ে আনতে চেয়েছেন পুরুষ - নারীর সমান অধিকার ও সম্মান।
ভারতের পতাকা চাঁদের মাটি ছুঁয়েছে। বিজ্ঞান আলোর পথ ধরে এগিয়ে গেছে বহুদূর। আমরা কি হতে পেরেছি বিজ্ঞানমনস্ক? যুক্তিবাদী?
নাকি এখনো BLIND LADY JUSTICE এর মতই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছে সঁপে দিচ্ছি পরম্পরাগত আনুগত্য।
এ সমাজ আজও মেয়েদের স্বাধীনভাবে বাঁচার ইচ্ছাকে স্বেচ্ছাচারীতার তকমা দিয়ে মেরে ফেলতে চায়, এ সমাজের কাছে নারী এখনও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র অথবা ভোগ্যপণ্য।
"ফেমিনিস্ট" শব্দটিকে "মিম মেটিরিয়াল" বানিয়েই ফেলেছে বর্তমান সমাজ।
FEMINISM এর কি সত্যিই দরকার নেই? সবটাই কি ভড়ং?

একটু নিজের গল্প বলি, ট্রেনে যাতায়াত করার কারণে নানা রকম ব্যাড টাচ, টিপ্পনি, নানা রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। "রাস্তায় বেরোলে এইরকম একটু হবেই "বা" কিছু প্রতিবাদ করতে গেলে লোকে কি বলবে? সাথে কেউ থাকলে ভালো হতো" ভেবে এড়িয়ে গেছি অনেকবার। বাড়িতে এসে অনুতাপ করেছি। কিসের অহংকার "নারীত্বে"?
বর্তমানে মণিপুর হোক বা মালদা - রাজনৈতিক চাপান উতোরে ক্রমশ পিষে যাচ্ছে নির্যাতিত নারীদের বিচারের হাহাকার।

এই কালো সময়ে সমগ্র নারীসমাজ যেখানে বিপন্ন, দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে নানা রকম আপত্তিকর ছবি ইন্টারনেটে আপলোড করা, ব্ল্যাকমেলিং এর একটা বহুল প্রচলিত পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটা VIRAL ছবি বা ভিডিও চোখে আঙুল তুলে প্রশ্ন করে - কাকে বিশ্বাস করব আমরা?

পরিবারের কাছে সমাধান জানতে চাইলে কার্যকারণ ও পরিস্থিতি না বুঝেই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় " VIRAL " মেয়েটির উপরে।
ছিঃ ছিঃ পুলিশকে জানাতে যাব কোন মুখে?
দোষ? সে তো "VIRAL" মেয়েটির। সে বিশ্বাস করেছিল কাউকে।
সেইসব ভিডিও তে VIEWS হয় লাখ লাখ।
নারী কি সত্যিই পণ্য? কিসের অহংকার নারীত্বে?

যে সমাজ চন্দ্রযান এর সাফল্য নিয়ে উৎফুল্ল না হয়ে চন্দ্রযান অভিযানে যুক্ত মহিলা বৈজ্ঞানিকদের শাড়ি পরিহিত ছবি দেখে পাশের বাড়ির মেয়ে কেন মডার্ন হতে JEANS পরবে - তা নিয়ে SOCIAL PLATFORM এ ফলাও করে লেখে, যে সমাজ "MARITAL RAPE" শুনে মুচকে হেসে "এ আবার হয় নাকি?" জাতীয় মন্তব্য করে, সমকামিতা যে সমাজে এখনও গর্হিত অপরাধ, যে "শিক্ষিত" সমাজ এখনও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্ট নষ্ট ভ্রুণ ভেবে পশুদের মত আচরণ করে, সে সমাজ কি আদৌ আধুনিক?
নারী কি সত্যিই অর্ধেক আকাশ? সে আকাশ মেঘে ঢাকা। ঘন মেঘে...
মুক্তি কোথায়? জানা নেই।

বাস্তবতা

সুরভী ঘোষ

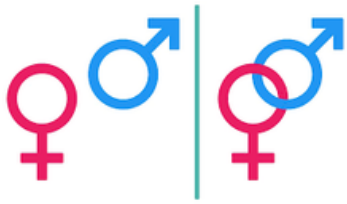

হেমা বরাবরই খুব সাহসী এবং অত্যাধুনিকা। ও যেখানে থাকে সেটাকে পুরোপুরি গ্রাম বলা না গেলেও পুরোপুরি শহর ও বলা চলে না। শহর আর গ্রাম উভয়ের সংমিশ্রনই লক্ষ্য করা যায় সেখানে। প্রত্যেকের প্রতিটি কথার উত্তর ওর কাছে সবসময় থাকে। আর ওর এই স্বভাবের জন্যই ও বেশি পরিচিত। সবার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে বলে আজকাল নিজেকে সবজান্তা ভাবতে শুরু করেছে হেমা। কিন্তু একটা কথা আছে না কারোর পক্ষেই সব কিছু জানা সম্ভব নয়। ওর সাথেও তাই হল। নিজেকে সব কিছুর মুশকিল আসান ভাবা হেমাও আজ একজনের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হল। কোনো এক বিশেষ দরকারে হেমা আজ কলকাতায় যাচ্ছিল। ট্রেনে বসে নিজের ফোন ঘাঁটছিল ও। যদিও এটা নতুন কিছু নয়। আজকালকার দিনে এই দৃশ্য সর্বত্র দৃশ্যমান। হঠাৎ হাততালির আওয়াজ পেলো ও। বুঝতে অসুবিধা হল না এই আওয়াজের কারণ। কম বেশি সকলেই এই আওয়াজের সঙ্গে পরিচিত। ও এই আওয়াজকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু, ব্যক্তিটি ওর পাশে বসে থাকা একটি মহিলার দিকে তালি বাজিয়ে হাত বাড়াতেই ঝাঁঝিয়ে উঠল মহিলাটি। তার এমন আচরণে ট্রেন কামরায় উপস্থিত সকলেই বেশ অবাক হয়। হেমাও ফোনটা বন্ধ করে বিষয়টা বোঝার জন্য তাদের দিকে তাকালো। মহিলাটি ব্যক্তিটির উদ্দেশ্যে বলল - "যাও যাও আমার কাছে কিছু নেই, আর যদি থাকেও বা তাও তোমাকে দেবো না"। মহিলাটির এমন আচরণে বিন্দুমাত্র কোনো উত্তর করলেন না বিপরীতের ব্যক্তিটি। একটু মৃদু হেসে চলে গেলেন। বোধহয় এই ঘটনা আজ নতুন কিছু নয় তার কাছে। এই সমাজে টিকে থাকতে তাদের প্রতিনিয়তই এমন আচরণের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিটির এই প্রতিবাদহীন মৃদু হাসি যেন মহিলাটির করা অপমানের যোগ্য জবাব হয়ে ফিরল মহিলাটির কাছে। ব্যক্তিটি মহিলাটির পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হতেই মহিলাটি আবার বলতে শুরু করল - "এদের কাজই এই, লোকের ঘাড় ভেঙে খাওয়া। কেনরে খেটে খেতে কি হয় তোদের? ভগবান তো দুটো হাত পা দিয়েছে তা দিয়ে শুধু হাত না পেতে, দুটো রোজগার ও তো করতে পারিস না কি? সে সবের বালাই নেই এদের, শুধু টাকা দাও আর টাকা দাও। সরকার তো তোদের ভাতা দেয়, তা দিয়েও কি তোদের পোষায় না? আমাদের কাছে তো শুধু তালি বাজিয়ে টাকা নেয় আর জেনারেল কামরায় গেলে তো জোরজবরদস্তি করে।" এতক্ষণ সব কথা চুপচাপ মুখ বুজে সহ্য করলেও আর বোধহয় ব্যক্তিটির পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না। ব্যক্তিটিও মহিলাটির কথার উত্তর স্বরূপ বললেন - "আপনি অনেকক্ষণ ধরে অনেকগুলো কথা বললেন মাসিমা। হয়তো আপনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে আমাদের এমনই মনে হয়। কিন্তু, মাসিমা সবকিছুকে যত সহজে বিচার করা যায়, বাস্তবে জিনিসটা ততটা সহজ হয় না।

আপনি বলেছেন জেনারেল কামরায় কেউ কেউ জোরজবরদস্তি করে,আমি এটা অস্বীকার করছি না। সব মানুষ যেমন সমান হয় না, ঠিক তেমন ভাবে আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ ওমন আছে। হ্যাঁ, ভগবান আমাদেরও হাত পা দিয়েছে এটা সত্যি। কিন্তু, সেই হাত পা কে কাজে লাগিয়ে যে রোজগার করব তার রাস্তাটা বন্ধ করে পাঠিয়েছে । এই এখন যদি আমি আপনাকে বলি আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দিন? আপনি কিন্তু পারবেন না। কারণ আমাদের কেউ কোথাও কাজে নেয় না।আমাদের কেউ কোনো কাজ দেয় না। কোথাও কাজ চাইতে গেলে অপমান করে তাড়িয়ে দেয় আমাদের। আমরা যদি কিছু জিনিস কিনে বিক্রি করি তাও কেউ আমাদের থেকে কিছু কেনে না। ভিখারিদের উপর তো তবু একটু দয়া দেখায় লোকজন। আমাদের উপর সেটুকুও দেখাই না। আমাদের দেখলেই সবাই এমন ভাবে নাক সিটকায় যেন নোংরা কিছু দেখল। আমরা কি অস্পৃশ্য? তাহলে এবার ভাবুন তো, রোজগার তো করতে বললেন, কিন্তু কি করে করব? আর বললেন ভাতা পাই, মাসিমা এ যে সরকারি প্রকল্প আর আমরাও সাধারণ জনগণ । তাই আমাদের সবার কপালে ওই ভাতা জোটে না। আর আমাদেরও এটা রক্ত মাংসের শরীর। আমাদেরও অসুখ হয়। তখন ডাক্তাররা আমাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে না। পয়সা দিতে চিকিৎসা করাতে হয়। আমরা কাউকে জোর করি না পয়সা দেওয়ার জন্য। সকলের কাছে যাই যদি কেউ দিতে না চাই তো ফিরে আসি। আপনার যদি একথা বিশ্বাস না হয় তো এই ট্রেনে যারা প্রতিদিন যাই তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। এখানে অনেকেই এই রকম ভাবে আমাদের নিয়ে।। তবে সেটা তাদের মনে আছে, কেউ বাইরে তা বলে না । আমরা কি আর ইচ্ছে করে এভাবে জন্মায় বলুন? এরকম ব্যবহারে আমাদেরও খারাপ লাগে। কিন্তু কেউ আমাদের দিকটা একবারও ভেবে দেখে না। অথচ রাস্তাঘাটে কারো বিপদ হলে সাধারণ মানুষ পুলিশের ভয়ে এগিয়ে না এলেও আমরা কিন্তু আসি। তবুও কোথাও আমাদের কোনো দাম নেই।" ব্যক্তিটির কথা শুনে ওখানে উপস্থিত সকলের যেন এক নতুন জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন হল। তিনি যে প্রশ্ন গুলো করলেন আমাদের কথা কথিত সভ্য সমাজের কাছে, তার উত্তর বোধকরি সকলেরই অজানা। তিনি কথাগুলো বলে চলেই যাচ্ছিলেন তখন ওই ভদ্রমহিলাটি তাকে আবার ডাকল , বলল -" এই যে শুনছ"। মহিলাটির ডাকে আবার ফিরে এল সে। বলল - "বলুন"। মহিলাটি বললেন - " আমি তোমার নাম ঠিক জানি না বাপু,তাই ওভাবে ডাকলাম। কিছু মনে কোরো না যেন। আর পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও বাছা" । উত্তর এল - "আপনি আমার মায়ের মতো, আমি কিছু মনে করিনি মাসিমা। ভালো থাকবেন, আজ আসি।"এরপর আর কিছু হয়েছিল কিনা জানা নেই হেমার। কারণ তখন ও ওর গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছিল; কিন্তু বাড়ি ফিরে তার করা প্রতিটি প্রশ্ন নিয়ে অনেক ভেবেছে হেমা। তবে কোন উত্তর খুঁজে পায়নি ও।

EQUAL VOICES

ANKIT MITRA & RHISHIKA GHOSH

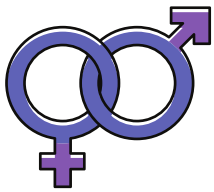

Breaking Barriers: Paving The Path to Gender Parity in India

Gender equality in India has always been a complex and evolving issue with progress being made in some areas while challenges persist in others. In this article we have tried to show some aspects of gender equality we have managed to achieve in India along with some areas where there is still a long way to go for gender parity.

Education:

Over the years, there has been a significant improvement in girls' access to education. The Indian central & state governments have implemented various initiatives to promote girls' education, leading to increased enrollment rates. However, in some rural and economically disadvantaged areas, gender disparities in education still exist.

Workforce Participation:

Women's participation in the formal workforce has been increasing, especially in urban areas and certain industries. However, women's workforce participation remains lower compared to men. Labour force participation rate among men was 66% and among woman it was mere 8.8% according to the latest economical data available for the 2022-23 financial year. Also women often face barriers to career advancement and wage gaps.

Politics and Leadership:

Although India has had prominent women leaders, such as former Prime Minister Indira Gandhi and current President Droupadi Murmu, women's representation in politics and leadership roles remains relatively low. Steps have been taken to increase women's political participation, but there is still a long way to go.

Child Marriage:

Child marriage, though illegal in India, is still prevalent in some regions, impacting girls' education and overall development. Though we can certainly be assure that almost all of India recognises child marriage as an unforgivable crime and is committed to eradicate this stigma from the face of the nation.

Legal Reforms:

India has made significant legal strides to promote gender equality. Laws like the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, and amendments to the Indian Penal Code, criminalizing offenses like rape and sexual harassment, have been introduced to protect women's rights. 0ur society now acknowledges Domestic and sexual Violence towards men also and there are efforts to change certain laws that are stated to favour women in a legal scenario to ensure men's rights.

Cultural and Social Norms:

Traditional gender roles and patriarchal norms still heavily influence Indian society. These norms can limit women's choices and opportunities in various aspects of life, including education, career, and marriage. But slowly people are being open towards the concept of non-traditional gender roles and equal responsibilities.

In 2014, the Supreme Court of India recognized transgender individuals as a third gender, providing them with legal recognition and certain rights.

As far as we know most people in India are not used to the concept of third gender and non binary and many people are against these ideals. People from third gender receive physical ,verbal and mental abuse everyday but gradually the scenario is changing. Government and individual companies are taking necessary actions to provide transgenders with job and other rights.

Conclusion:

It's essential to acknowledge that gender equality is a multifaceted issue and progress in this area requires efforts from government, civil society, communities, and individuals. There is still work to be done, but increased awareness and collective action can lead to a more equitable society for all.

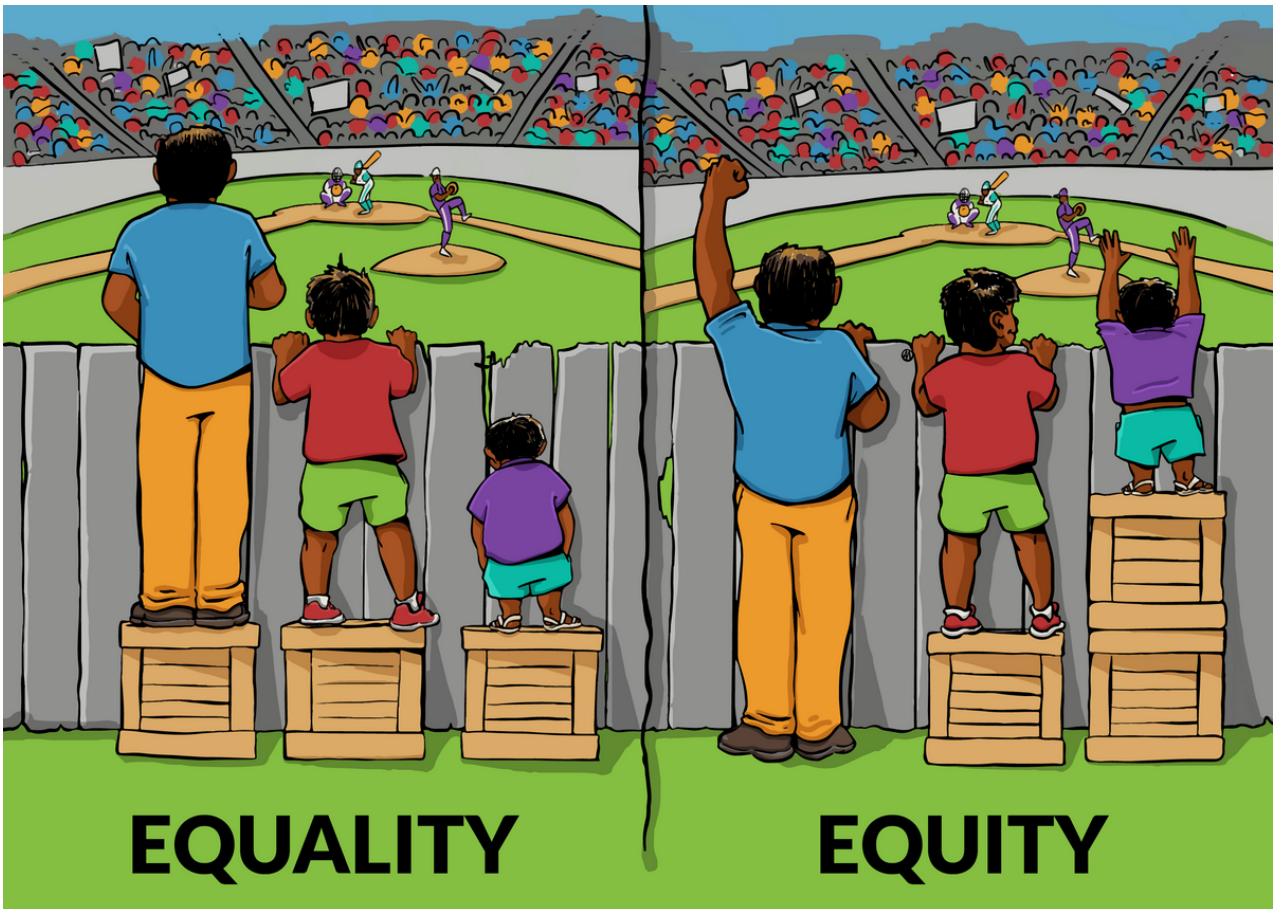

source: IISC_EqualityEqui

লিঙ্গ বৈষম্য

সাফিনা আলম

অমৃতের পুত্র মানুষ, সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উচ্চতার শিখরের উদ্দেশ্যে ধাবমান। কিন্তু আধুনিকতার উন্নতি; মানসিকতার অন্ধ প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে, পরাগতির পথে অগ্রসর হলে, বর্তমানের এই কৃত্রিম বস্তুবাদী সভ্যতায়, মূল্যবোধ যেনো চিরতরে হারিয়ে যেতে চলেছে।

সমাজের মধ্যে লতাতন্তুর মত বিরাজমান হীনমন্যতার শিকার মানুষ, মানুষকে আর মানুষ রূপে দেখে না, দেখে নারী ও পুরুষ রূপে, যার নির্লজ্জতার ছায়া চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় লিঙ্গ বৈষম্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে শিরায় উপশিরায় আমরা বহন করে চলেছি মধ্যযুগীয় অমানবিক চেতনাকে। ফলস্বরূপ, গণতান্ত্রিক সমাজে ও পণ প্রথা, কন্যা ভ্রূণ হত্যার মতো ঘটনা ক্রমাগত ঘটে চলেছে।

প্রাকৃতিক নিয়মেই নারী পুরুষের শারীরিক গঠন ভিন্ন, কিন্তু এই শারীরিক গঠনের ভিন্নতাই অদ্ভুত কৌশলে ভাগ করে দিয়েছে সামাজিক অবস্থানও। কর্মক্ষেত্র, নিজ বাসগৃহ থেকে শুরু করে শিক্ষা ক্ষেত্রেও পুরুষ শ্রেণী ও নারী শ্রেণী ভিন্ন ভাবে বিচার্য। 'OXFORD DICTIONARY' মতে "GENDER INEQUALITY IS A SOCIAL PROCESS BY WHICH PEOPLE ARE TREATED DIFFERENTLY AND DISADVANTAGEOUSLY. UNDER THE SIMILAR CIRCUMSTANCES, ON THE BASIS OF GENDER."

কথায় বলে "LEARNING STARTS FROM HOME", সেই সর্বপ্রথম শিক্ষা নিকেতনেই , পিতা মাতা সর্ব সামর্থ দিয়ে ছেলে সন্তানের দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত হন। বিদ্যালয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে সফল ভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত, পদে পদে তারা 'বংশের প্রদীপ' কে উৎসাহিত করে থাকেন। অপরদিকে প্রায়শই শোনা যায় "শ্বশুর বাড়ি গিয়ে কি করবি? টাকা নেই বিয়ে দেবো কী করে?" বড্ড চেনা কথাগুলো তাই না! প্রায় প্রতিটি মেয়েকে একবার অন্তত "বাস্তব সত্য" গুলো বুঝিয়ে দায়ভার হালকা করতে চান বাবা-মা । সন্তানকে ও স্বামীকে যাতে তারা সকল উপায়ে সেবা করে যেতে পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ ভাবে নজর রেখে মা-রা শেখান ঘরের কাজকর্ম। কিন্তু এসবের ফাঁকে ভুলে যান , সেই মেয়ের স্বপ্ন-ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা। UNICEF এর রিপোর্ট বলে , " WORLD-WIDE, 1 IN 4 GIRLS BETWEEN AGES OF 15 AND 19 ARE NEITHER EMPLOYED NOR IN EDUCATION OR TRAINING - COMPARED TO 1 IN 10 BOYS."

কর্মক্ষেত্রে কম বেতন থেকে শুরু করে, সুযোগ সুবিধা আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নারীদের অগ্রগতি অদ্ভুত ভাবে রুদ্ধ হয়ে আছে। লিঙ্গ বৈষম্যতার বেড়াজালে, মনুষ্য বোধের ভাটার টান যে কতদূর তার আরো উদাহরণ অহরহ বিদ্যমান। প্রায়শই দেখা যায় একজন নারী আর একজন নারীর আগমনকে বাঞ্ছিত মনে করেন না। কন্যা সন্তান প্রসবের দুঃখে কাতর মা কে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন না। ভারতবর্ষ লিঙ্গ বৈষম্যে কিছু কম যায় না। ১৪৯ টি দেশের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যে ভারতের স্থান ১০৮ তম। মধ্যযুগে নারীরা ছিল, অসূর্যম্পশ্যা, পর্দানসীন, অন্তঃপুরচারিনী। যার মূলে ছিল কুসংস্কার, অশিক্ষা, ধর্মপ্রবণতা প্রভৃতি, যা আজও শির উন্নীত করে বিদ্যমান।

এই প্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়নের নিরিখের প্রয়োজন, নারী পুরুষ উভয়ের সহযোগিতা, "মেয়েরা ছেলেদের থেকে কম নয়" এই চিন্তা নয়, বরং প্রয়োজন "সকলেই সমান" এই মানসিকতার। নারী পুরুষের প্রতিযোগিতার মনোভাব ত্যাগ করে, ছেলেবেলা না মেয়েবেলা এসব তর্কে প্রবেশ না করে, উপলব্ধি করতে হবে, "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"। দরকার মানসিকতার পরিবর্তন সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত স্তরে, ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করে, লিঙ্গ বৈষম্য জনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যা চিরতরে বিলুপ্ত করাও সম্ভব। অন্তত একবিংশ শতকে পৌঁছে এই ভাবনা দেউলিয়া মানসিকতাকেই মেলে ধরে।

নারী বৈষম্য

সেখ সুরাজ হোসেন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে আমরা এমন সমাজের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত যেখানে পুরুষেরাই প্রাধান্য পায় এবং বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে তারা নারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে থাকে। নারীদের উপর পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ বহুপূর্বের আসলে এর উৎপত্তি গত দিক নিয়ে বুঝতে গেলে আমাদের ইতিহাসের সাহায্য নিতে হবে আসলে নারীদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা যা পুরুষেরা পারে না। তার জন্য নারীদের দেওয়া হল সন্তান পালনের দায়িত্ব, গৃহের কাজ আর পুরুষ পেল সমস্ত বলশালী কাজ যেমন - পশু শিকার ইত্যাদি। ক্রমে এই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার ফলপরিণতি, পুরুষ সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করতে শুরু করল, আর তারা শারীরিক বৌদ্ধিক কিংবা অর্থনৈতিক দিক থেকে নিজেদের নারীর থেকে উন্নত করে তুলল।

আজও সমাজে নারীরা নানান বৈষম্যের শিকার। এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য বিভিন্ন দেশে নারীরা বিভিন্ন ভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। আবার বিভিন্ন শ্রেণির নারীর প্রতি বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে।

আমাদের সমাজে নারীর প্রধান দায়িত্ব হিসাবে সন্তান লালন - পালন কিংবা সংসার সামলানোর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে। গৃহের অভ্যন্তরের এই কাজের কোনো স্বীকৃতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এঁদের দেয় না। তাদের উৎপাদন ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ঘরের বিনামুল্যের কাজ অথবা বাইরের উপার্জনশীল কাজ উভয় ক্ষেত্রে। যেমন - সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নারীরা তাঁদের সংসারে যে হাড়ভাঙা খাটুনি দেয়, তার সে কোনো ধরনের পারিশ্রমিক পায় না। সে নিজের জীবন ধারণের জন্য পুরুষের উপর নির্ভরশীল।

অপর দিকে নারী তাঁর ঘরের বাইরের কাজের ক্ষেত্রেও পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন। নারী কী কাজ করবে? আর কী কাজ করবে না কিংবা কতটা করবে এই সমস্ত কিছুই কিন্তু পুরুষতান্ত্রিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয়। পুরুষের প্রয়োজনই এখানে প্রাধান্য পায়। পাশাপাশি তাঁদের বাধ্য করা হয় তাঁদের শ্রমকে খুবই স্বল্প মূল্যে বিক্রি করতে। নারীকে বাইরে শ্রম দেওয়ার থেকে বিরত রাখার প্রধান উদ্দেশ্য হল নিজের হাতে ক্ষমতাকে রেখে দেওয়া। কেননা ক্ষমতার অন্যতম প্রধান উৎস হল অর্থনীতি। অর্থাৎ অর্থনীতি এখানে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

নিজের হাতে ক্ষমতাকে রেখে দেওয়া। কেননা ক্ষমতার অন্যতম প্রধান উৎস হল অর্থনীতি। অর্থাৎ অর্থনীতি এখানে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

শ্রমের ন্যায় নারীর প্রজনন ক্ষমতাও পুরুষতান্ত্রিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন - নারী কখন সন্তান ধারণ করতে চায় কিংবা আদৌ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা অথবা কয়টি সন্তান গ্রহণ করতে চায়, গর্ভনিরোধক ব্যবহার করতে চায় কিনা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নারীর পুরুষতান্ত্রিক পরিবার, রাষ্ট্র কিংবা তাঁর ধর্ম তাঁকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন - কোন ধর্ম সম্প্রদায় নিজেদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য নারীদের অধিক সন্তান ধারণ করতে বাধ্য করে । আবার অনেক সময় কোনো দম্পতির যদি কন্যা সন্তান হয়। তাহলে পুত্র সন্তানের আশায় একাধিক সন্তান ধারণে বাধ্য করা হয়। আবার বিশেষত গ্রামের দিকে যে সমস্ত নারীরা সন্তান গ্রহণ করতে অক্ষম হন তাদের অপয়া বলে চিহ্নিত করা হয়।

নারীর যৌন চাহিদার উপরেও পুরুষতন্ত্রের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান। পুরুষের যৌন চাহিদার সময় নারী হয়ে ওঠে তাঁদের প্রধান ভোগ্য বস্তু। কমলা ভাসিন এর মতে" ধর্ষণ ও ধর্ষণের হুমকি হলো নারীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম হাতিয়ার।" প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন যে আমাদের সমাজে কোন মেয়েকে ধর্ষণ করা হলে সেক্ষেত্রে তাঁর সাথে সম্মানকে জুড়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি পুরুষতান্ত্রিকতার মাধ্যমে নারীদের সংকোচন এরই প্রমাণ।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির ন্যায় আর্থসামাজিক দিক দিয়েও পুরুষতন্ত্রের অধিপত্য বিরাজমান। সমাজের সম্পত্তি কিংবা উৎপাদনের উপকরণগুলি অধিকাংশই পুরুষদের দখলে দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক ভাবে সম্পত্তিগুলি পুরুষ কর্তৃক আর এক পুরুষের হাতে অর্পণ করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে কিছু আইনের সুযোগে নারীরা এক্ষেত্রে সুবিধা পেলেও সমাজের নিম্নবর্গের নারীরা এখনও বঞ্চিত।

দেখা যায় ধর্ম, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকলে মিলিত ভাবে নারীর উপর এই হস্তক্ষেপ রেখে চলেছে। পরিশেষে একটা কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন রাখে সমাজে মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে কিংবা ঘটার পরিবেশ তৈরী হচ্ছে কিংবা সুযোগ থাকলেও। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ইতিবাচক অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। সেক্ষেত্রে তাঁরা ব্যাপক ভাবে শোষিত হচ্ছে।

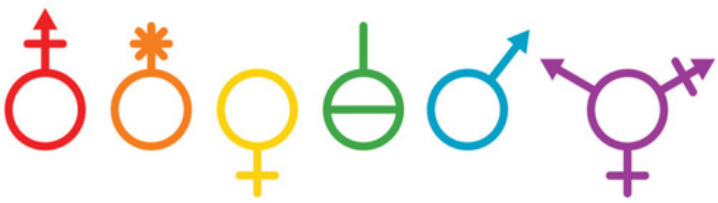

গাহি সাম্যের গান : গাইছি বটে, তবে বেসুরো নয় তো ?

মহঃ জাহিদ আলি

এটা কৃষ্ণনগর রোড। ইংরেজি ক্যালেন্ডারে তখন মে মাস চলছে। বিকালের অফিস ফেরত সময়ের বাস , বুঝতেই পারছেন চাকার তলায় সরষে ছড়ানো। এক প্রকার দৌড়েই উঠতে হয়। তাও বাসটা আসে ৪৫ মিনিট পর পর। এমনি একদিন ও পাড়ার হিমাদ্রি বাবু বিকেল পাঁচটায় অফিস ফেরত একটা ঘেমো গা নিয়ে কোনো রকমে বাসে উঠলেন। বয়সের অংকে উনি ৫৫ ছাড়িয়েছেন। সকাল দশটার অফিসের শুরুতেই বস-এর দাঁত খিচুনি খেয়ে অভ্যর্থনা পেয়ে তারপর সারাদিনে হাড়ভাঙ্গা খাটনি খেটে, বেলা শেষে বগলে গুচ্ছের খানিক ফাইল চেপে তবে বাড়ি ফেরেন উনি। তার ওপর আজ ছোট মেয়ে কিশোরী বায়না করেছে চিকেন চাওমিন নিয়ে আসবার জন্য। সেই নিতে গিয়ে আজ বড় দেরি হয়ে গেল।

বাসে ঠিকমতো দাঁড়াবারই জায়গা নেই আর বসার কথা তো কল্পনাবিলাস মাত্র! এপাশে এক সারি লেডিস সিট। একপ্রকার নিরুপায় হয়েই পাশে বসা স্মার্টফোনে মুখ গোঁজা বছর কুড়ির তরুণীকে বলেই ফেললেন—"দিদি, একটু বসতে দেবেন ? খুব কষ্ট হচ্ছে। একটু যদি..." কথা শেষ হবার সুযোগ না দিয়েই তরুণী তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বাম পাশের দেওয়ালে বড় বড় করে লেখা, "শুধুমাত্র মহিলা যাত্রীদের জন্য"। তরুণী পুনরায় ফোনে মনোনিবেশ করলেন। আত্মসম্মানের কাছে হেরে গেল শরীরের কষ্ট। কিছু বলতে পারলেন না হিমাদ্রি বাবু।

অঘটনটা ঘটলো কিছুদূর গিয়ে। মুখ থুবড়ে পড়লেন হিমাদ্রি বাবু। প্রথমেই অবশ্য পড়েন নি । মাথাটা একটু ঘুরতেই একটু হেলে গেছিলেন তরুণীর দিকে। অমন আঁতুড়ে গায়ে এমন ঘেমো গা দিলে কার না রাগ না হয়ে পারে !—"কি করছেন কি?" গর্জে উঠলেন তরুণী।
তার একটু পরেই ঘটল এই ঘটনা। কেউ একজন পিছন থেকে বলল, "বুড়ো বয়সের ভীমরতি।" ততোধিক জোরে পিছন কে যেন হেঁকে বললেন, " শালা এক গলা গিলে গাড়িতে উঠেছে। নামা ওটাকে ।" বছর পনেরোর হার্টের পেশেন্ট হিমাদ্রি বাবু ততক্ষণে প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন।
এক প্রকার টেনে হিঁচড়ে জীর্ণ শরীরটাকে ওরা নামিয়ে দিল। সামনের চায়ের দোকানের কয়েকজন ধরাধরি করে বেঞ্চিতে শোনালেন ওঁকে। ওখানেই বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন হিমাদ্রি বাবু। তারপর গন্তব্য স্থলের কিছু আগেই পাড়ি দিলেন অন্তিম গন্তব্যস্থলে। —বেশ গল্প গল্প লাগছে তাইনা ! তবে আর একটা গল্প বলা যাক।

গত মঙ্গলবার কলেজে সবকটা পিরিয়ড হয়েছিল। প্রীতম শেষ ক্লাসটা কোনদিনই করে না ।বলা যায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই করে না। আগের ক্লাসটা শেষ হয় বিকেল ৪ টেয়। কলেজ থেকে স্টেশন পাক্কা ১৫ মিনিটের হাঁটা পথ ।শিয়ালদহ- হাসনাবাদ লোকালের সময় বিকাল ৪.১৭ । ট্রেন ১ ঘন্টা পর পর । তায় ওর বাড়ি একেবারে শেষ মুড়োয়। সেই হাসনাবাদ।

মনে মনে ট্রেনের মন্থর গতি কামনা করে কোন রকমে ব্যাগটা কাঁধে গলিয়ে সেই চারতলা থেকে ও রোজ দৌড়ে যায় স্টেশনে। ট্রেনটা ৪-৫ মিনিট লেট করলে রক্ষে, নতুবা সেই ৫.১৫-র জন্য অপেক্ষা। বাড়ি ফিরে তারপর কোনরকমে গায়ে এক বালতি জল ঢেলে ও পড়তে বসে। সেই সকাল ৯ টায় বাড়ি থেকে বেরোয় আর ঢোকে সন্ধ্যা ৬ টায়। খুব ক্লান্ত হয়ে যায় । এজন্যই ওই শেষের ক্লাসটা ও কোনদিনই করে না। ওই ক্লাসটা শেষ হতে ৫ টা বাজে...

স্যার-ম্যামদের বেরোতেও তো কিছু সময় লাগে। তাঁদের তো আর ঠেলে বেরোনো যায় না ! তবে ওই দিনের ক্লাসটা একটু গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওখানেই পাঁচ মিনিট লেট...
ট্রেন পাবার কোন আশা নেই। তবুও দৌড়ালো। ৩ নং স্টেশনে পৌছাতেই দেখা গেল ট্রেনের চাকা গড়িয়ে গেছে কিছুটা। প্রাণপণে ব্যাগটা বুকে চেপে ধরে একটা কামরায় উঠলো ।কিছুক্ষণ ঝোলার পরে ঢুকতে গিয়ে দেখল এটাতো লেডিস কম্পার্টমেন্ট। ওর তখন শরীরে ঘাম ছুটছে। দম নিচ্ছে জোরে জোরে । হঠাৎ এক আপাত ভদ্র মহিলা অভদ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, “এই ছোঁড়া, এখানে উঠেছিস কেন? এটা লেডিস।“ ও কিছু বলবার আগেই পাশের মহিলা দাঁত কচ কচিয়ে উঠলেন। মুখে ওই একই কথা। ও কিছুটা হতভম্ব হয়ে বলল,
—“এখানে উঠতাম না মাসি। দেরি হয়ে গেছিল। আর এই ট্রেনটা মিস হলে...” কথার রেশ কাটার আগেই পাশের আধঘুমন্ত মহিলা হঠাৎ জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁসে উঠলেন,— “মেয়ে দেখেচ ,আর উঠেচ। গায়ে ঢলে পড়া স্বভাব তোমাদের ।“ তারপর আরো কিছু বলে গেলেন, ও ঠিক শুনতে পেল না।
মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। উঠতে গিয়ে ট্রেনের দরজায় পায়ে জোর লেগেছে। টনটন করছে জায়গাটা। একে তীব্র গরম তার উপর এরকম অলিম্পিক জয়ী হবার মতো দৌড়ে ট্রেন ধরে এত কথা শোনা। কান ভরে যাচ্ছে। ও চুপ করে থাকল। ওপাশের দুজন মহিলা তখন শালিকের চিৎকার শুরু করেছেন, একই কথা নানা কণ্ঠে , নানা মাত্রা পেয়ে ওর কানে আসতে লাগলো। কি আর এমন করেছে ও, একটু লেডিস কম্পার্টমেন্টে উঠেছে-এই যা। তাও তাড়াহুড়োয়। হঠাৎ পিছনের দিকের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মধ্যবয়সী মহিলা বললেন, “কোথায় নামবে তুমি?”
— হাসনাবাদ।

মহিলা গর্জন করে উঠলেন— “তা এটা কোথায় জানো ? এখনো ৬ টা স্টেশন পর। তা এখনি এই ভাবে পথের মধ্যিখান আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছো যে বড় ! ... নিজেও নামবে না , অন্যদেরও নামতে দেবে না ...”
ও কি করে বোঝায় যে ও ভয়ে আধমরা হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। অগত্যা ও ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করল। ওখানেই বাঁধল বিপদ। ওর ঘড়িতে একজনের আঁচল বেঁধে গেছিল। ও বুঝতে পারেনি। একটু এগোতেই টান পড়ে আঁচলটা মহিলাটির কাঁধ থেকে খসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চিল চিৎকার করে উঠলেন উনি। ধেয়ে এল একটা অশ্রাব্য ভাষা। পরমুহূর্তেই সপাটে এক চড় বসল ওর ডান গালে। হুলস্থুল কাণ্ড।
—“নষ্টামির জায়গাপাস না হতভাগা!দিনে-দুপুরে আঁচলে টান দিচ্ছিস...শয়তানি...”
ও ভয়ার্ত কণ্ঠে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করল—“না না, কাকিমা আমি ইচ্ছে করে টানি নি। আমার ঘড়িতে...”

আর কিছু কেউ শোনার অবসর নিল না। প্লাটফর্ম আসতেই ঠেলে দিল মেঝেতে।
ও দিশেহারা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ট্রেন ছাড়বার সময় ওঁরা ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন একগুচ্ছ অতি উচ্চমানের খিস্তি-খেউড়। স্টেশনের বাকি যাত্রীরা এসব দেখে মোটামুটি একটা কাহিনি মনে মনে গেঁথে নিলেন। ও সামনে ছিটকে পড়া ব্যাগটার দিকে ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকালো। ওর মধ্যেই আজকের ক্লাসের পড়া নোট করা আছে। কত কি লেখা, SOCIAL EQUALITY, POLITICAL EQUALITY, INEQUALITY...কত কি !

— এবারেও বেশ গল্প গল্প লাগছে তাই না ? তবে এগুলো নিছক গল্প নয়। এগুলো বাস্তবতার আখরে লেখা কিছু ঘটনা, যা নিয়ত ঘটে চলেছে। এমন কত ঘটনা রোজ দেখা যায় খবরের কাগজে, সোস্যাল মিডিয়ায়। পুরুষের নিয়ে লেখা বলে তা আমাদের দৃষ্টি কাড়ে না । এমনি দুর্ভাগ্য।

আসলে আমরা অজান্তেই একথা একপ্রকার কণ্ঠস্থ করে ফেলেছি যে, এ সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। নারীরা এখানে চির লাঞ্ছিত। কাঁপা কাঁপা গলায় আবেগ মাখিয়ে আবৃত্তি করছি “নারীর জন্ম কেবল যন্ত্রনা সহিতে!” কিন্তু যদি প্রশ্ন আসে ,তবে পুরুষের জন্ম কি জন্য ?— উত্তরে টকাস করে “যন্ত্রণা দিতে” বলে ওঠার আগে একটু যুক্তি-তথ্যের সীমায় আসা আশু প্রয়োজন।

এখন একবিংশ শতাব্দী। ইতিহাস আমাদের দাগিয়ে দিয়েছে “আধুনিক যুগ’’ বলে। এখন আমরা সবাই প্রশ্ন করতে শিখেছি। মুক্ত কণ্ঠে নিজের অভাব-অনুযোগ-অধিকারের কথা জানাই। এক কথায় আমরা সাম্যবাদের পাঠ নিয়েছি। এ নিয়ে কত নিয়ম, নীতি, আইন-কানুন কত কি গড়ে উঠেছে। সবই হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত সাম্য-এর পাঠ নিতে পারলাম কী ?

এবার একটু জানা যাক এই সাম্য বা EQUALITY আসলে কী? — “THE RIGHT TO EQUALITY PROPER IS A RIGHT OF EQUAL SATISFACTION OF BASIC HUMAN NEEDS, INCLUDING THE NEED TO DEVELOP AND USE CAPACITIES WHICH ARE SPECIFICALLY HUMAN”— D.D RAPHALL , অর্থাৎ সাম্যের অধিকার হল মৌলিক মানবাধিকার। যার মধ্যে বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে মানবিক ক্ষমতার বিকাশ ও ব্যবহার। বস্তুত, সাম্য নিশ্চিত করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ- লিঙ্গ ভেদে আমাদের সকলের সমানাধিকারের কথা—এতো গেল তত্ত্বের কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আমরা EQUALITY বলতেই কেমন করে যেন নারীদের প্রতি একপেশে হয়ে পড়ছি। সাম্য বলতেই তাই প্রথমেই মনে আসে নারী জাগরণের কথা। পুরুষ সেখানে ব্রাত্য জনের তালিকায়।

• পুরুষ ও নারী : কার ঝুলিতে কী এবং কতখানি ?

কথায় বলে LADIES FIRST, তাই করা যাক। একঝলকে দেখা নেওয়া হোক নারীর অধিকারের জন্য সংবিধানে কি বলা আছে—

• **ধারা ১৪ , RIGHT TO EQUALITY :** এই আইন সুনিশ্চিত করে অন্য সকলের মত নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকারকে।

• **ধারা ১৫, PROHIBITION OF DISCRIMINATION**: এই আইন ধর্ম,বর্ণ , জাতি নির্বিশেষে কোন প্রকার বৈষম্য কে নিষেধ করে ও বিশেষভাবে নারী এবং শিশুদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নেয়।

• **ধারা ১৫ (৩) , SPECIAL PROVISIONS FOR WOMEN**: মহিলাদের জন্য বিশেষ করে এই আইন গুরুত্ব নেয়। এই আইন দ্বারা সরকার নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে উন্নীত করবার ও লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণের জন্য নানা নীতি প্রণয়ন করতে পারে।

• **ধারা ১৬, EQUALITY OF OPPORTUNITY IN PUBLIC EMPLOYMENT**: এই আইনে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অন্যান্যদের মতো নারীদের সমান অধিকার ও সুযোগের কথা বলা হয়েছে।

• **ধারা ৩৯ (A), EQUAL JUSTICE AND EQUAL PAY:** এ ধারা পুরুষের সঙ্গে নারীদের সব কাজে সমাধিকার ও সম কাজে সমবেতনের অধিকার দিয়েছে।

• **ধারা ৪২, METERNITY RELIEF:** এ আইন নারীদের জন্য অন্যান্য সুযোগের পাশাপাশি মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছে।।

• **ধারা ৫১ A (E), FUNDAMENTAL DUTIES**: এই আইন মহিলাদের উপর সর্বপ্রকার অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ও তাদের মৌলিক কর্তব্য পালনে সহায়তা করে।
এছাড়াও নারীদের জন্য আরো কিছু আইন সংযোজিত হয়েছে—

- THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT 2005
- THE DOWRY PROHIBITION ACT, 1961.
- THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN WORKPLACE (PREVENTION , PROHIBITION, REDRESSAL) ACT, 2013.
- MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) ACT, 2017— THIS LAW INCREASED THE PAID MATERNITY LEAVE FOR WORKING WOMEN FROM 12 WEEK TO 26 WEEK.
- THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT ,2006.

এছাড়াও একগুচ্ছ আইনের নামাবলী আছে নারীদের জন্য। অথচ পুরুষের জন্য বিশেষ কোনো আইন নেই। যা আছে তা সকলের সঙ্গে। এ যেন পুরুষের একপ্রকার আপোষ করে চলা।

• পুরুষ নির্যাতন ও আইনের অপব্যবহার : সমীক্ষা কী বলছে?

DOMESTIC VIOLENCE বা পারিবারিক নির্যাতন- কথাটা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। আর শোনা মাত্রই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বধূ নির্যাতনের কাহিনি। অথচ “নির্যাতন” কোনো বিশেষ লিঙ্গের কথা বলে না। শুনতে অবাক লাগলেও এই তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজেও নারীদের জয় জয়কার । সত্যই নারীদের জাগরণ হয়েছে বৈকি ! তাঁরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমীক্ষায়। স্বামী পেটানোতে ভারতীয় নারীরা মিশর আর ইংল্যান্ড এর পরে “তৃতীয় স্থান”-এ নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। এতো WOMEN EMPOWERMENT !

২০১২ সালে দিল্লি কোর্ট ৬৬১ টি ধর্ষণ মামলার মধ্যে ৩০৪ টিকেই ভুয়ো বলে প্রমাণ করেছে। অর্থাৎ যা শতাংশের হিসাবে ৪৬ সংখ্যা। যা ২০১৩ তে গিয়ে বেড়ে হয়েছে ৭৫ শতাংশ । এটা কি দেশের পুরুষ নির্যাতনের অভিযোগ কে অস্বীকার করতে পারে?

এছাড়াও দেখা গেছেন FALSE DOWRY CASE -এ পুরুষের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের মধ্যে ১০৩৪৫৮ কি ভুয়ো (সাল-২০১২)। যা ২০১৩ তে কি হয়েছে ১১২০৫৮। এ সংখ্যা ভয়ানক ! এছাড়াও অযাচিত ভাবে হচ্ছে আইনের অপব্যবহার। NCRB (NATIONAL CRIME RECORD BUARO)-র রেকর্ড (সাল-২০২০) অনুসারে ৪৯৮ (A) তে আইনে আনা অভিযোগের ১১১৫৪৯ টির মধ্যে পুলিশ ৫৫২০ টিকে সরাসরি ভুয়ো বলে প্রমাণ করেছে আর ১৬১৫১টি অভিযোগ কে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে নস্যাৎ করতে বাধ্য হয়েছে। এই আইনের দ্বারা কখনো কোন মহিলা প্রতারণা করে একটা মোটা অংকের টাকা পতিগৃহ থেকে আদায় করছেন, আবার কখনো তা না দেওয়ায় মামলা ঠুকে দিচ্ছেন কোর্টে। মিথ্যা মামলার ঘানি টানতে উকিলের পিছনে জলের মতো টাকা ঢেলে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন শত শত পুরুষ। এছাড়াও “লিভ ইন “-এর নামে ওঠা মিথ্যা ধর্ষণের মামলা তো আছেই ।

“রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়” — প্রবাদটা আজ সত্য হয়েছে। কিছু স্বার্থান্বেষী মহিলার জন্য আজ সমাজের বহু নারী বিপর্যস্ত। তারা আজ সত্যিই কোনও অভিযোগ জানাতে থানায় গেলে পুলিশ অধিকর্তা দুবার ভাবছেন। প্রশ্ন জাগছে, “এটাও ভুয়ো নয় তো?” বস্তুত, যে আইন তৈরি হয়েছিল নারীর কল্যাণার্থে, তাই এখন বিরূপ প্রতিক্রিয়া করছে। যার বিষময় জ্বালা অনুভব করছেন প্রকৃত অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত নারীরা।

• পুরুষ শাসক নয়তো শোষক : ইতিহাস কী বলছে ?

একবার ভাবুন তো পুরুষেরা কি শাসক আর শোষক এই দুই পরিচয় এর মধ্যেই আবদ্ধ? এদের বাইরে কি পুরুষের অন্য কোন সত্তা নেই? তারা কি শুধুই নারী জাতিকে শোষণ করতে আর শাসন করতে এসেছেন ? তারা কি দায়িত্বশীল নন?

১৮২৯ এর ন্যক্কারজনক “সতীদাহ প্রথা” রোধে রাজা রামমোহনের অবদান কিংবা ১৮৫৬ সালে “বিধবা বিবাহ আইন” পাসে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন কি নারী শোষণের জন্য? এখানে কি তারা শোষকের ভূমিকা নিয়েছিলেন? বাংলায় নারী আন্দোলনের পুরোধা বেগম রোকেয়া তাঁর অগ্রগতির জন্য অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের অবদানকে। তারও আগে রাণী রাসমণি স্বীকার করেছেন তাঁর স্বামী রাজচন্দ্র দাস-এর অবদান। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি-র জীবনের সর্বাগ্রে গণ্য পুরুষটি হলেন তাঁর স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি। বেথুন সাহেব কর্তৃক নারীদের জন্য স্কুল তৈরি, বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের নারী শিক্ষায় অবদান এগুলো কি পুরুষ কর্তৃক নারী শোষনের সাক্ষ্য বহন করে ?

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “প্রত্যেক নারী জগৎ মাতার প্রতিমূর্তি” ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বারাঙ্গনাকে দেখে বলেছিলেন, “মা তুমি এক রূপে জগত প্রপঞ্চ হয়েছো ,আর এক রূপে তুমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছো”। বিশ্বভারতীতে রবি ঠাকুরের নারী শিক্ষার প্রসারের কথা কি আমরা ভুলতে পারি?

এবার যদি আরও পুরাতন ইতিহাসের পাতা উল্টানো যায় সেখানে নারীদের অবস্থা তো ঈর্ষণীয় ! স্বয়ং চাণক্য তাঁর শ্লোকে লিখেছেন,”জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” নারী সেখানে স্বর্গের স্থানে উন্নীত হয়েছে। উপনিষদ বলেছে,“ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি”, নারী পুরুষে কোন ভিন্নতার ছাপ নেই সেখানে।

• সমাধানের প্রয়াস : সাম্যের মূল সুরকে অনুধাবন

সাম্যের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন গুণীজনেরা। তার মধ্যে উল্লেখ্য D.D RAPHALL-এর অভিমত, “THE RIGHT TO EQUALITY PROPER IS A RIGHT OF EQUAL SATISFACTION OF BASIC HUMAN NEEDS, INCLUDING THE NEED TO DEVELOP AND USE CAPACITIES WHICH ARE SPECIFICALLY HUMAN.”অর্থাৎ সাম্যের অধিকার হলো মানুষের মূল মানবিক চাহিদাগুলোর সন্তুষ্টির সমাধিকার। সমতা নিশ্চিত করে যে কোন জাতি, ব্যক্তি, লিঙ্গ, অক্ষমতা, ধর্ম, বর্ণ ,গোষ্ঠী দিয়ে কাউকে বিভাজন করা যাবে না।

একথা যদিও কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে নারীরা লাঞ্ছিত নন। তা অবশ্যই সত্য, কিন্তু আমাদের পুরুষের কথাও তুলে ধরতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে নারীর পাশাপাশি পুরুষেরাও অত্যাচারিত। তাঁদের কথাকে নেহাৎ দেঁতো হাসির ছলে উড়িয়ে না দিয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য পুরুষের প্রতি নারীকে বা নারীর প্রতি পুরুষকে খেপিয়ে তোলা নয়, বরং এক সাম্যবাদী সমাজের জন্ম দেওয়া। যেমন একটি সুস্থ নর ও সুস্থ নারীর মিলনে একটি সুস্থ শিশুর জন্ম হয়, তেমনি সুস্থ মানসিকতার দুজন নারী-পুরুষের মিলনে গঠিত হবে এক সাম্যবাদী সমাজের।

শান্তির পূজারী গান্ধীজী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “THOSE WHO THOUGHT ABOUT RIGHTS NEVER PROSPERED, ONLY THOSE WHO WERE AWARE OF RESPONSIBILITY DID.” অর্থাৎ অধিকার সম্বন্ধে ভেবে কেউ উন্নতি করতে পারে না। উন্নতি তারাই করতে পারে যারা দায়িত্ব নিয়ে ভাবে— উক্তিটি আজ বড়ই প্রাসঙ্গিক।
বস্তুতপক্ষে, অধিকার এবং দায়িত্ব হল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। একথাই বহু আগে বলেছেন G. EDWARD GRIFFIN, “RIGHTS AND RESPONSIBILITIES ARE OPPOSITE SIDES OF THE SAME COIN.”

তবে আসুন আমরা সকলে এগিয়ে আসি এই সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। একবার স্মরণ করে নিই “UNITED WE STAND DIVIDED WE FALL” যে অনাহুত ঘূর্ণাবর্তে আজকে আমাদের সমাজ নিমজ্জমান, তা থেকে আমরা বেরিয়ে আসি। ভাঙ্গন আমাদের রোধ করতেই হবে। ঐক্যই শক্তি, অনৈক্য-ই ভাঙন। নারীর কথা উঠুক ,কিন্তু সেই সঙ্গে পাশাপাশি ধ্বনিত হোক পুরুষের কন্ঠ, তবেই আমরা মানুষ রূপে স্বীকৃতি পাবো। আর তাহলেই আমাদের সাম্যের গান আর বেসুরো হবে না । খোলা গলায়, শুদ্ধ সুরেই গাইতে পারবো —

“গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।“

গ্রন্থঋণ :

“THE CONSTITUTION OF INDIA” (NEW DELHI, 2015).
“MEN, MASCULINITY AND DOMESTIC VIOLENCE IN INDIA“
(SUMMARY REPORT OF FOUR STUDIES)
“EQUALITY” (CHAPTER -3) E-JOURNAL “LEGAL SERVICE INDIA”
JOURNAL : THE TIMES OF INDIA
পত্রিকা: “কালের কণ্ঠ”,৩ রা সেপ্টেম্বর,২০১৭
পত্রিকা : “কলকাতা পুরশ্রী” ফেব্রুয়ারি,২০১৪
আনন্দবাজার পত্রিকা

লিঙ্গ সংবেদনশীল

ভাবনা

রেখায়

ছবিতে

SOMA CHOWDHURY

PALLABITA GHOSH

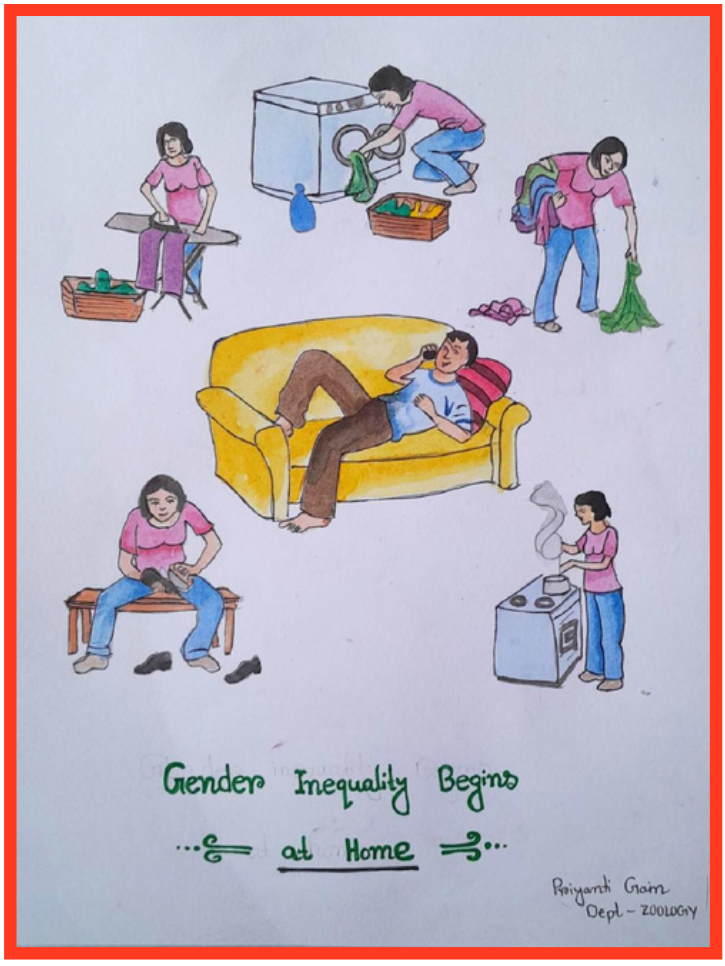

PRIYANTI GAIN

EQUALITY
"Boys, DON'T CRY"
yes, They Do!
"Join the majority, vote for,"
NAME - CHAITALI DUTTA
Department - Bengali (H)
Sem - 4th sem, Roll -

ITALI DUTTA

সৃজন সঙ্গীদের পরিচিতি

সমর চট্টোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ, বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

সুরভী ঘোষ
ইংরেজি বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

রিয়াঙ্কা পাল
ভূগোল বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

নূরনেহার বেগম
স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

প্রেরণা চৌধুরী
রসায়ন বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

শ্রেয়া রায়
রসায়ন বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

অঙ্কিত মিত্র
অর্থনীতি বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

ঋষিকা ঘোষ
অর্থনীতি বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার

সৃজন সঙ্গীদের পরিচিতি

সফিনা আলম
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

সেখ সুরাজ হোসেন
ইতিহাস বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

মহঃ জাহিদ আলি
বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

সোমা চৌধুরী
ইংরেজি বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

পল্লবিতা ঘোষ
রসায়ন বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

প্রিয়াঙ্কি গায়েন
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

চৈতালি দত্ত
বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

Internal Complaints Committee (ICC)

The "Sexual Harassment of Women a Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act,2013" requires every workplace which has 10 or more employees to form an Internal Complaints Committee in order to prevent and redress any act of sexual harassment or discrimination against the women employees.The ICC is not only empowered to conduct investigations when an act of sexual harassment is reported in the workplace, but its recommendations regarding the punishment of the perpetrator(s) are also binding on the authorities of the workplace. Besides, the ICC is also responsible for spreading awareness regarding sexual harassment against women in order to prohibit such incidents and create a safe, non-discriminatory and conducive work environment for women employees.

In compliance with the rules framed under the POSH Act, 2013, the College has constituted the Internal Complaints Committee whose purpose is to prevent and prohibit sexual harassment of women employees and students and expedite the process of redressal in case such incidents take place in the workplace which would include both the college premises and any place visited by the aggrieved person for the purpose of official work related to the college.

Any of the actions listed below will be considered as sexual harassment and will come under the purview of the ICC:

1. Making sexually suggestive remarks, jokes or innuendos which are deemed unwelcome by the person at the receiving end
2. Serious or repeated offensive remarks, such as teasing related to a person's body or appearance.
3. Inappropriate questions, suggestions or remarks about a person's sex life.
4. Displaying sexually suggestive, pornographic materials or other offensive pictures, posters, mms, sms, whatsapp, or e-mails.
5. Intimidation, threats, blackmail around sexual favours.

6. Threats, intimidation or retaliation against a female employee who speaks up about unwelcome behaviour with sexual overtones.
7. Unwelcome social invitations, with sexual overtones commonly understood as flirting.
8. Unwelcome sexual advances which may or may not beaccompanied by promises or threats, explicit or implicit
9. Physical contact such as touching or pinching. Caressing, kissing or fondling someone against her will (could be considered assault).
10. Invasion of personal space (getting too close for no reason,brushing against or cornering someone).
11. Abuse of authority or power to threaten a person's job or undermine her performance against sexual favours.

Complaints to be lodged within three months of the incident of sexual harassment.

Written complaints may be dropped into designated complaint box located in the college main building.
Complaints may also be emailed to internalcomplaints@bgc.ac.in
The members of the ICC may be contacted for any assistance in lodging complaints. The contact details of the members are available on the college website www.bgc.ac.in.

Strict confidentiality will be maintained regarding the identity of the aggrieved person
Note – False and malicious complaints will be punishable as per existing rules

Gender Sensitization Committee: Its Mission and Vision

Gender and sexuality, among many other things, play an important role in shaping an individual's perception of the world vis a vis themselves and define who they are. While gender and sexuality have always had various expressions, patriarchy has helped to uphold only the heterosexual male perspective as normative, marginalizing the other genders and sexualities in the process. Though the long feminist struggle for women's equality and the more recent movements for the rights of LGBTQIA+ people have sought to dismantle patriarchy, it continues to hold sway over our society and culture.

Since our college primarily caters to a semi-urban and rural population, most of the students who come to study here are unaware of these issues which still remain largely confined among the metropolitan elite. The Gender Sensitization Committee of the college aims to address this gap. It strives to make the students aware of the complex workings of patriarchal culture which not only oppresses women and trans or non-heterosexual men, but also heterosexual cis-men by upholding toxic standards of masculine behaviour. It aims to inspire them to question their patriarchal conditioning, realize the constructed nature of gender identity, and thereby accept the diverse expressions of gender and sexuality as equally valid and normal.

The committee regularly organizes sensitization workshops, cultural programmes, poster campaigns and so on, both at the departmental and college level in order to raise awareness and inculcate an empathetic and egalitarian outlook among the students. Besides conducting these programmes the committee is also responsible for addressing any case of sexual harassment faced by the male students who do not fall under the purview of the ICC. Thus, it works hand in hand with the ICC to create a safe campus where everyone irrespective of their gender and sexual identity feels seen, heard and free to be who they are.

Swar, the e-magazine is our newest endeavour in this direction. It seeks to provide a platform for our students to voice their thoughts on gender and their gendered experience of everyday life. It thus aims to facilitate an exchange of ideas among the students and provoke further dialogue. The enthusiastic response that we have received from the students so far makes us hope that our endeavour will not be futile.

Convener
Gender Sensitization Committee

2023

PUBLISHED BY

ICC & GENDER SENSITIZATION COMMITTEE

BARASAT GOVERNMENT COLLEGE